ষ্টীমার ম্যায়রা।

২৫শে ডিসেম্বর।— ১৮৮১ সাল।

ভাই! বন্ধুরা ত আমাকে ২১এ ডিসেম্বর ভোর বেলা কয়লাঘাট হইতে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া— ভাসাইয়া দিয়া— চলিয়া গেলেন। যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দেখা যায়, দেখিলাম। তাঁহারা অদর্শন হইলে আমি সব শূন্য দেখিলাম। কোথায় যাই, কি করি? ক্যাবিনে সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে লাগিল। মনের কষ্টে শীত কোথায় পলাইল। প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িল,— ভাসিয়া চলিলাম,— বেঙ্ক, হাইকোর্ট, প্রিন্সেপ্‌স ঘাট, দুর্গ, নবাবের বাড়ি— ক্রমে সব অদর্শন হইল। বেলা ছয়টা হইতে সাহেব যাত্রীরা চা খাইতে আরম্ভ করিল। আমাকে কেহ কোন কথা সে পর্য্যন্ত বলে নাই; মনের কষ্টেই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমার দারুণ পিপাসা বোধ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বলিলাম (বেলা তখন ৭।।টা[১]) চা দাও। এখন থেকে শিক্ষা আরম্ভ হইল। সে বলিল, ৭।।টার পর চা পাওয়া যায় না; ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সাহেবেরা চা খাইয়া থাকে। তার পর ৮টার সময় একটা ঘণ্টা বাজিল। সাহেব খানসামা আমাকে শিখাইয়া দিল যে এটা (warning bell) জানান্ ঘণ্টা। ৮।।টার সময়

আবার ঘণ্টা দিলে বালভোগ করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় ঘণ্টা বাজিল; আমি যেন কলে খাবার ঘরে ঢুকিলাম। খাবার সময় সসাজে যাওয়া আবশ্যক— কেবল টুপীটা ঘরে রাখিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আমি ইহা জানিতাম না,— সকল সাহেবের দেখিয়া শিখিলাম। খাবার পূর্ব্বে ও খাবার সময় সকলের কাছে এক একটা কাগজ ফেরে; কি কি খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, সেই কাগজে লেখা থাকে। যাহার যা ইচ্ছা, বাছিয়া লও। দুই প্রহর আধ ঘণ্টার সময় টিফিনের ঘণ্টা হইল। টিফিনের সময় লেখা কাগজ ফেরে না; কেন তাহা ঈশ্বর জানেন, আর সাহেবরাই জানেন। তার পর সন্ধ্যাকালে ৫।টার সময় জানান্ ঘণ্টা হইয়া ৬টার সময় প্রধান আহারের (Dinner) ঘণ্টা হইল। সাহেবদের সহিত সসাজে খাবার ঘরে (Saloon) ঢুকিলাম— বাদ টুপী। এ সময়ও লেখা কাগজ ফেরে— যার যা ইচ্ছা খাও। এই ত খাবার বিষয়। রোজ এই রকম। নানা রকমের পিঠে দেয়, কিন্তু প্রায় সব অভক্ষ্য ।

বুধবার দিন কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া কুল্পী নামক একটা স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। ভাটা হইয়াছে, জল অতি কম। রাত্রির জোয়ারে জাহাজ ছাড়িবার হুকুম নাই, কাজেকাজেই বৃহস্পতি বার দিন বেলা ৮।টা পর্য্যন্ত জোয়ারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। ৯টার সময়ে জাহাজ চলিল—সেই যে চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। অদ্য শুনিলাম, কলম্বো গিয়া রাত্রে নঙ্গর করিয়া থাকিবে। ভাই! কেবল সমুদ্র— কেবল সমুদ্র, আর কিছুই নাই, বড় বিরক্ত ধরিয়াছে। সমুদ্রে জীবের চিহ্ন মাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে কেবল উড়ন্শীল মৎসের (Flying fish) ঝাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খানিক দূর উড়িয়াই আবার জলে পড়ে। জলের অল্প উপরেই উড়ে। পাখীর মত আকাশে উড়ে না। দূর হইতে দেখিতে টেঙ্গরা মাছের মতন। এতদ্ভিন্ন কোন জীব এখানে দেখিলাম না।

একটা কথা ভুলিলাম। বৃহস্পতিবার সকালবেলা যখন কুল্পী নামক স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, তখন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কতকগুলো লোক নৌকা করিয়া দুধ, ডিম্ব, টুপী ও এক রকম ধামা বিক্রয় করিতে জাহাজে আসে। ধামাগুলি অতি সুন্দর। ফিরিয়া যাইবার সময় হইলে ২।৪টি কিনিতাম। দেখিবার জন্য এক জনের কাছে গেলাম। দাম জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল— "সাহেব, তিন আনা।" সাহেব বলিয়া সম্বোধনের এই আরম্ভ— এ কলঙ্ক কি আর ঘুচিবে?

খাবার কথা বলিয়াছি, স্নানের কথা বলি নাই। ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে স্নান করিব— বলিতে হইবে, নচেৎ সেদিন স্নান হইবে না। ইহারই মধ্যে আমি দুদিন স্নান করিয়াছি। সাহেবদের মত স্নান— বুঝিলে ত? সমুদ্রের জলে স্নান সারিয়া শেষে মিঠা জলে গা পুনর্ব্বার ধুইতে হয়।

তার পর পোষাকের কথা! আমার ঘরে আর কেহ থাকে নাই, এজন্য শয়নের সময় কাপড় পরিয়া শুই। প্রথম দিন শীত ছিল; বিলাতী কম্বল গায়ে দিতে হইয়াছিল। যত দক্ষিণে যাইতেছি, তত শীত কম। দিনে বেশ গ্রীষ্ম বোধ হয়। রাত্রে গায়ে কাপড় সহ্য হয় না। একটা বড় ভুল হইয়াছে। গোটাকতক সাদা জামা পেন্টুলেন ও সাদা কোট বড় আবশ্যক; কিন্তু না জানার দরুন আনা হয় নাই। বালভোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহেবরা ঢিলে পাজামা, সাদা কোট, চটী জুতা পরিয়া থাকে; কিন্তু আমার চটী জুতা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

২২ পাউণ্ড ধরে দিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ পাউণ্ডে অর্থাৎ বৎসরে এক হাজার টাকার কিছু উপরে বেশ চলে যায়। তার পর যে কালেজে পড়িবে, তার মাহিনা দিতে হইবে।

৬ই এপ্রেল।

ভাই! বোধ হয় আমার উপর অনেকে চটিয়া লাল হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ হয়ত বলিতেছেন,— "আ ম'লো, ইংলণ্ডে গিয়া লোকটার বুঝি আর কোন কাজ নাই, তাই বাঙ্গালা কাগজ লিখিয়া পরকাল পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে; লিখ্‌বি ত ইংরাজী কাগজে লেখ্‌; অভিশপ্ত, পতিত, পাপপূর্ণ বাঙ্গালা কাগজ কেন?" আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার যদি কিছু অপরাধ থাকে; আমারও দুঃখ হয়, আমি বিলাতে এসেও মানুষ হইতে পারিলাম না কেন? অনেকেই ত ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবামাত্র ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন; আবার যাঁরা বিশেষ উপযুক্ত— ক্লেবর্‌— তাঁরা ত জাহাজ চেপেই ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। কৈ আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সে সুখ ঘটিল না কেন? এখনও যে পোড়া বাঙ্গালা ভুলিতে পারিলাম না। ইংরাজী ভাল জানি না, দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা এখনও মনে আছে, কাজেই বাঙ্গালায় লিখিতে বাধ্য হইতেছি।

আজ কাল প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া বঙ্গবাসী কৃষিকার্য্য শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে আসিতেছেন। ইংলণ্ডের মধ্যে সাইরেনসেষ্টার কালেজ এ বিষয়ে প্রধান; লোকের ইহাই বিশ্বাস; সুতরাং বাঙ্গালার

ছোট লাট তাঁহাদিগকে সাইরেনসেষ্টারে পড়িতে পাঠাইতেছেন। যাঁরা এখানে আসেন তাঁহাদের অনেকেই— অনেকে কেন?— সকলেই— কালেজের পড়া শুনা, খরচপত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এই সম্বন্ধে দু চার কথা লিখিলে মন্দ হইবে না।

প্রথম, কালেজে কি কি বিষয় পড়া হয়।

(১) কৃষিবিদ্যা হাতে কলমে শিখিতে হয় (Theoritical and Practical); (২) রসায়ন (Inorganic, origanic, qualititative and quantitative analysis and agricultural chemistry)— অক্সিজান বাষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের গুণ ও তাহাতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে, সমস্ত স্বহস্তে করিতে হয়, চক্ষে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয় না; (৩) উদ্ভিদবিদ্যা; (৪) ভূতত্ব; (৫) প্রাণীতত্ব; (৬) ঘোড়া, গরু, ভেড়া ইত্যাদির শরীরতত্ব ও চিকিৎসা; (৭) প্রকৃতিবিজ্ঞান (Physics); (৮) জমিমাপ (Surveying); উঁচু নীচু পরিমাণ (Levelling); (৯) জমিদারী তত্ত্বাবধারণ; (১০) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় আইন; (১১) গৃহ-নির্ম্মাণ (Building Construction) ও গৃহ-নির্ম্মাণ উপযোগী পদার্থের গুণ বিচার (Strength of materials)) এবং (১২) ইংরাজি ধরণে খাতা-লেখা। কৃষি-বিদ্যা সম্বন্ধে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। চাষ বা কৃষিকার্য্য বলিলেই আমাদের দেশের লোকের মনে ধান, গম, সরিষা, মটর, ইত্যাদি শস্যের কথা উদয় হবে। কিন্তু এখানে কেবল তা নয়। চাষের উদ্দেশ্য মানুষের আহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করা। আমাদের দেশের লোক কেবল চাল, ময়দা, ডাল, ইত্যাদি শস্য খাইয়া প্রাণধারণ করে, কাজে কাজেই চাষ দ্বারা সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। এখানে লোকের প্রধান খাদ্য মাংস, কাজেই চাষের এক প্রধান উদ্দেশ্য